Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 25-03-2026 15:42 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১০ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বুধবার ২৫ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 25-03-2026 15:42 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১০ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বুধবার ২৫ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

শেয়ারবাজারে জোরদার ধাক্কা! সেনসেক্স-নিফটিতে ২শতাংশ উত্থান, বিনিয়োগকারীদের মুখে হাসি

৩ সন্তান স্বাস্থ্যের জন্য ভালো! ফের জন্মহার বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল আরএসএস প্রধান ভাগবতের

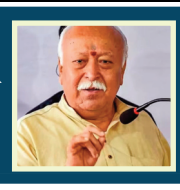

হরমুজে 'ফি', মধ্যপ্রাচ্যে বন্ধ করতে হবে সমস্ত মার্কিন ঘাঁটি, যুদ্ধবিরতিতে কড়া শর্ত ইরানের

উন্নয়নই হাতিয়ার

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, আজীবন সুবিধার আশ্বাস মমতার

বাবলুর রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ থেকেই প্রচারের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে উন্নয়নকেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। প্রায় ২৫ মিনিটের বক্তব্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেন।বক্তব্যের শুরুতেই ময়নাগুড়ির উন্নয়নে কী কী কাজ হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন তিনি। এরপর নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে বলেন, মাঝরাতে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, সংবিধান মানা হচ্ছে না এবং সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।বিজেপিকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যতদিন তিনি বেঁচে আছেন ততদিন এনআরসি চালু করে ডিটেনশন ক্যাম্প গড়তে দেবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, বাড়িতে পাকা ঘর, স্কুটি বা টিভি থাকলেই আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর বিপরীতে রাজ্য সরকার সকলকে লক্ষীর ভাণ্ডার দিচ্ছে এবং যতদিন জীবন থাকবে ততদিন এই সুবিধা মিলবে।চা

বাগানের শ্রমিকদের জন্য পাট্টা, রেশন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প সম্পূর্ণ রাজ্যের অর্থে পরিচালিত হয় এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ওরা মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, আমরা জীবন গড়ে তুলি। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও নোটবন্দির প্রসঙ্গ টেনে তিনি সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথাও তুলে ধরেন।সাম্প্রতিক অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষীদের প্রসঙ্গে তিনি জানান, যাঁদের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের বিমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি বাইরে থেকে লোক এনে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা হতে পারে বলে সতর্ক করে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের এগিয়ে এসে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।খাদ্যাভ্যাস নিয়েও বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, মাছ-মাংস খাওয়া নিয়েও বাধা দেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতে হয়তো পোশাক নিয়েও নির্দেশ আসতে পারে। তিনি বিজেপিকে অ্যান্টি-বাংলা বলেও কটাক্ষ করেন।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সম্মান করেন, তবে মানুষের শক্তিই আসল শক্তি। সুকান্ত মজুমদারকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, তাঁদের প্রার্থীকে মারধরের হুমকি দেওয়া হয়েছে।শেষে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তিনি রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেন। বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে সবসময় মানুষের পাশে থেকেছেন। আমি কম বলি, বেশি কাজ করি,;এই মন্তব্যের মাধ্যমে বক্তব্য শেষ করেন তিনি এবং বিজেপিকে বসন্তের কোকিল বলে কটাক্ষ করে বলেন, তারা শুধু নির্বাচনের সময়ই দেখা দেয়।

অবশেষে বিভ্রাট কাটল কমিশনের সাইটে

'বিবেচনাধীন' জট থেকে মুক্তি ভোটারদের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের মুখে কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তির গেরোয় নাজেহাল হলেন কয়েক লক্ষ ভোটার। মঙ্গলবার কয়েক ঘণ্টার 'যান্ত্রিক ত্রুটি' সামাল দিয়ে অবশেষে মধ্যরাতে স্বস্তি ফিরল নির্বাচন কমিশনের অন্দরে। যে সব ভোটারদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় রয়েছে, ওয়েবসাইট বিভ্রাটের জেরে তাঁদের নামও মঙ্গলবার রাতে আচমকা 'বিবেচনাধীন' হয়ে গিয়েছিল। এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করতেই দেখা দিচ্ছিল এই সমস্যা। যদিও মধ্যরাতে কমিশন জানিয়েছে, সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং এখন আর চূড়ান্ত তালিকায় থাকা ভোটারদের নামের পাশে 'বিবেচনাধীন' কথাটি দেখাচ্ছে না। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কমিশন যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে প্রায় ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারকে 'বিবেচনাধীন' বা হোল্ডে রাখা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৭০৫ জন বিচারক এই তালিকা পর্যালোচনার কাজ করছেন। সোমবার রাতে সেই তালিকার প্রথম অতিরিক্ত অংশ বা সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় আসল গোলমাল। অভিযোগ ওঠে, আগে যাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় ছিল, মঙ্গলবার রাতে কমিশনের ওয়েবসাইটে তাঁদের স্ট্যাটাস বদলে হয়ে যায় 'বিবেচনাধীন'। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আর আতঙ্কের চোটে কমিশনের দফতরে ফোনে অভিযোগের পাহাড় জমে ওঠে। পরে কমিশনের তরফে একে নিছক 'যান্ত্রিক ত্রুটি' বলে সাফাই দেওয়া হয়।

কমিশন সূত্রে খবর, সোমবারের অতিরিক্ত তালিকায় ঠিক কত জনের নাম নিষ্পত্তি হয়েছে তা খোলসা করা হয়নি। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক নাম বাদ গেলে ট্রাইব্যুনালে আবেদনের পথ খোলা থাকছে। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে রাজ্যের ২৩টি জেলার জন্য মোট ১৯টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।

মধ্যরাতের পর ওয়েবসাইটের তথ্য সংশোধিত হওয়ায় অন্তত যাঁদের নাম আগে থেকেই চূড়ান্ত ছিল, তাঁদের অহেতুক দুশ্চিন্তা ঘুচলো।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 25-03-2026 15:42 Page 3

বই পড়লে জেলের মেয়াদ কমে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বই পড়লে কমে যায় জেলের মেয়াদ। বন্দিদের সংশোধনের জন্য এ এক অভিনব পদ্ধতি। লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে দীর্ঘদিন ধরেই চালু রয়েছে এই নিয়ম। তাদের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে।ব্রাজিলের 'রিডেম্পশন থ্রু রিডিং' প্রকল্পের অধীনে একজন বন্দি যদি একটি বই পড়েন এবং তার ওপর ভিত্তি করে একটি মানসম্মত প্রতিবেদন বা সারসংক্ষেপ জমা দেন, তবে তার সাজার মেয়াদ চারদিন কমিয়ে দেওয়া হয়। তবে চাইলেই যে কেউ অনির্দিষ্টকালের জন্য মেয়াদ কমাতে পারবেন না; বছরে সর্বোচ্চ ১২টি বই পড়ে ৪৮ দিন পর্যন্ত সাজা কমানোর সুযোগ রয়েছে। প্রতিবেদনটি কেবল লিখলেই হবে না, কারাগারের বিশেষ কমিটির মাধ্যমে এটি যাচাই করা হবে। লেখার শৈলী, ব্যাকরণ এবং বিষয়বস্তুর সঠিক প্রতিফলন বিচার করে তবেই মেয়াদ কমানোর অনুমোদন দেওয়া হয়। মূলত বন্দিদের মধ্যে সাহিত্যচর্চা বৃদ্ধি, চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং অপরাধ জগত থেকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ জীবনে খাপ খাইয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।ব্রাজিলের কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দির চাপ একটি পুরোনো সমস্যা। সরকারের মতে, এই উদ্যোগ কেবল কারাগারের চাপই কমাবে না, বরং বন্দিরা যখন সাজা শেষে সমাজে ফিরবেন, তখন তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।ব্রাজিলের বেশ কিছু ফেডারেল কারাগারে এই নিয়ম কার্যকর রয়েছে। এর ফলও মিলছে হাতেনাতে। সেখানে বন্দিদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।আধুনিক বিশ্বের কারাগার সংস্কারের ইতিহাসে এই উদ্যোগকে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে দেখছেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা।

যে পেঙ্গুইন পেয়েছে মেজর জেনারেলের খেতাব

নয়া জামানা ডেক্স ঃ স্যার নিলস ওলাভ একজন মেজর জেনারেল। আধুনিক এই মেজর জেনারেল মানুষ নন, একটি পেঙ্গুইন। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত এই পেঙ্গুইনের পূর্ণ উপাধি মেজর জেনারেল স্যার নিলস ওলাভ তৃতীয়। সম্মান করে তাকে বলা হচ্ছে 'বুভেট দ্বীপপুঞ্জের বীর'। পেঙ্গুইনের জগতে বিশ্বে সর্বোচ্চ খেতাবধারী এই পেঙ্গুইনকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস স্বীকৃতি দিয়েছে।২১ বছর বয়সী কিং জাতের পেঙ্গুইন মেজর জেনারেল স্যার নিলস ওলাভ তৃতীয় যুক্তরাজ্যের স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ চিড়িয়াখানায় বাস করে। নাইটহুড খেতাবপ্রাপ্ত এই পেঙ্গুইন এ বছরের শুরুর দিকে নতুন পদ 'মেজর জেনারেলে' পদোন্নতি পেয়েছে। তবে পেঙ্গুইন হয়ে এত ক্ষমতা দিয়ে কী করে সে? কিং জাতের পেঙ্গুইন চিড়িয়াখানার কাছে বিশেষ তাৎপর্য ধারণ করে। এ জাতের পেঙ্গুইন শুধু চিড়িয়াখানার মাসকট, ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। এর সঙ্গে নরওয়ের রাজার বিশ্বখ্যাত দেহরক্ষী বাহিনী নরওয়েজিয়ান কিংস গার্ডেরও মাসকট এই কিং পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনটি চিড়িয়াখানার তৃতীয় কিং পেঙ্গুইন। বর্তমানে সে কিংস গার্ডের অফিশিয়াল মাসকটের দায়িত্ব পালন করছে। এই ঐতিহ্য ১৯৭২ সালে শুরু হয়েছিল, যখন স্যার নিলস ওলাভ প্রথম মাসকট নিযুক্ত হয়। চিড়িয়াখানার প্রথম কিং পেঙ্গুইনটি ১৯১৩ সালে নরওয়েজিয়ান ব্যবসায়ী ক্রিশ্চিয়ান সালভেসেনের পরিবার থেকে উপহার হিসেবে চিড়িয়াখানারকে দেওয়া

হয়েছিল। এখন পর্যন্ত তিনটি পেঙ্গুইন স্যার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ববর্তী পেঙ্গুইনের মৃত্যুর পর নতুন পেঙ্গুইনকে 'নিলস ওলাভ' নাম দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে নরওয়েজিয়ান কিংস গার্ডের মেজর নিলস এজিলেন এডিনবার্গ চিড়িয়াখানায় আসেন আর্মির ড্রিল ডিসপ্লে দেখতে। ডিসপ্লেতে পেঙ্গুইনের অংশগ্রহণ দেখে পেঙ্গুইনের প্রতি আগ্রহী হন তিনি। কিং পেঙ্গুইনের রাজকীয় মার্চ মেজর নিলস এজিলেনকে নরওয়েজিয়ান কিংস গার্ডের সৈন্যদের মার্চের কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে এডিনবার্গে ফিরে আসার পর এগেলিয়ান রেজিমেন্টের জন্য একটি কিং পেঙ্গুইনকে সামরিক মাসকট হিসেবে নির্বাচিত করেন। মেজর নিলস এজিলেন ও নরওয়ের রাজা ওলাভ পঞ্চমের নামে পেঙ্গুইনটির নামকরণ করা হয় 'নিলস ওলাভ'। কিন্তু মজার বিষয় হলো, স্যার নিলস ওলাভ তৃতীয় এখন সেই মেজর নিলস এজিলেনকে ছাড়িয়ে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছে।

ডেটিং অ্যাপে হাটখোলা মনের দরজা !

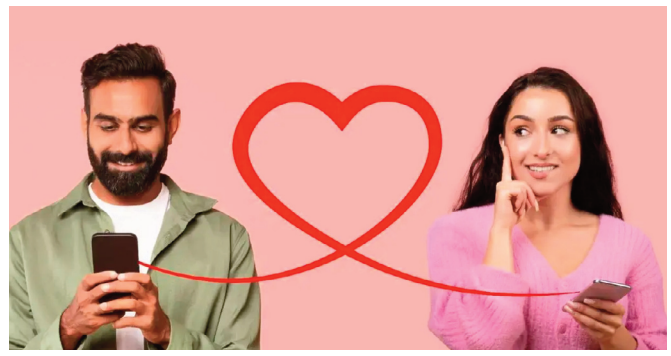

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মধ্য তিরিশের গৃহবধূ। নিজেদের জগৎ নিয়ে দিনভর ব্যস্ত স্বামী বা সন্তান কেউই সময় দেয় না তেমন। একাকীত্ব কাটাতে তাই ডেটিং অ্যাপেই খুঁজে নিয়েছেন মনের দোসর। জীবনের সবটুকু তাঁকে না বললে যেন দিন কাটে না। সম্পর্ক মন পেরিয়ে শরীরে পৌঁছতে চাইলেও আপত্তি নেই তেমন। মিড সিনিয়র স্তরের ব্যস্ত কর্পোরেট কর্মী। বিয়ে করেননি, পরিবার বা বন্ধুবৃত্তেও তেমন কেউ নেই। সকাল থেকে রাতে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অফিসের ঝামেলা থেকে হতাশা, সবটাই মন খুলে বলেন ডেটিং অ্যাপে সদ্য আলাপ হওয়া বন্ধুকেই। বছর আঠাশের তরুণী সমকামী। এদিকে বাড়ি থেকে বিয়ের চাপ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। অগত্যা ডেটিং অ্যাপে নতুন আলাপীদের স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন নিজের পরিস্থিতি। বলছেন, সম মনের সমকামী পুরুষ কাউকে মনে ধরলে তাকেই বিয়ে করবেন। ঝুলিতে সমাজের টিকমার্ক নিয়ে বন্ধুর মতো কেটে যাবে বাকি জীবনটা। চল্লিশ ছুঁইছুঁই যুবক। বাড়িতে স্ত্রীর সন্দেহবাতিক বেড়েই চলেছে ক্রমশ। সেই মানসিক ধকল ডেটিং অ্যাপে অচেনা মেয়েদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন নিশ্চিন্তে। মনের চাপ কমছে। মিলছে এ সমস্যা সামলে চলার টিপসও। একাধিক ট্রমা পেরিয়ে কারও আবার একাই কাটছে জীবন। কিন্তু সেই ট্রমা যে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে শরীর-মন সর্বত্র। অকপটে সেই সত্যিটাও স্বীকার করে নেওয়া যাচ্ছে ডেটিং অ্যাপে। হাল্কা লাগছে মন। নেশার হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে দিয়েছেন কেউ। সঙ্গীও তো চাই। চেনা বৃত্তে বলার সুযোগ বা ইচ্ছে কোনওটাই নেই। এখানেও মুশকিল আসান হয়ে উঠছে ডেটিং অ্যাপেরই অচেনা মানুষ। 'বাম্বল', 'টিন্ডার', 'আইল' কিংবা 'ট্রুলি ম্যাডলি ডিপলি'। ইন্টারনেট খুললেই ডেটিং অ্যাপের ছড়াছড়ি। অ্যাপগুলোর জন্ম হয়েছিল বন্ধুত্ব পেরিয়ে প্রেম কিংবা বিয়ের দিকে সম্পর্ক গড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। কিন্তু দিন যত এগোচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে, ডেটিং অ্যাপে মনের দরজা হাটখোলা করে দিতেই ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে বিভিন্ন প্রজন্ম। বাড়ির লোক, বন্ধু বা আত্মীয়দের চেনা বৃত্তে যে কথাগুলো বলে ওঠা হয়ে ওঠে না, অস্বস্তি হয় কিংবা সাহসে কুলোয় না, সে কথাগুলোই অনায়াসে বলে ফেলা যাচ্ছে অদেখা-অচেনা বন্ধুকে। কমছে মনের বোঝা। অকপটে অনেকেই মানছেন, স্ট্রেস-ডিপ্রেশনের কাউন্সেলিংয়ের চেয়ে এভাবে মনের কথা বলাটা অনেক বেশি সহজ এবং পকেটসই। এমনকী অ্যাপের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটাও জরুরি মনে করছে না অনেকে। নর্টন লাইফলক-এর এক সমীক্ষায় উঠে এসেছিল এ ছবিটাই। তাতে এদেশের হাজার দেড়েক শহুরে প্রাপ্তবয়স্কের ৪০ শতাংশ জানিয়েছিলেন, ডেটিং অ্যাপে আলাপ হওয়া অদেখা মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করে নিতে স্বচ্ছন্দ। আরও জানা গিয়েছিল, ৬৬ শতাংশ মহিলা এবং জেন এক্স প্রজন্মের ৬৩ শতাংশ ডেটিং অ্যাপে ভরসা করে মনের কথা খুলে বলতে দ্বিধা করেন না। বিষয়টা কি সমাজের এক নতুন ছবি তুলে ধরছে? সমাজতাত্ত্বিক রামানুজ গাঙ্গুলি বলছেন, তসমালোচনা বা সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে না পারার ভয়ে নিজেদের নিরাপদ বৃত্তে নিজেদের সত্যিগুলো খুলে বলতে আজকাল অনেকেই অস্বচ্ছন্দ। বরং যে অচেনা মানুষ ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে যেকোনও মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে, তাদের কাছেই মন হাটখোলা করে দিতে অসুবিধে নেই। ফলে কম খরচের 'কনফেশনাল স্পেস' ডেটিং অ্যাপ হয়ে উঠছে খালি ক্যানভাসের মতো, যেখানে ভাল হওয়ার, দায়িত্ববান হওয়ার দায় নেই। জীবনটা যেমন কাটছে বা এতকাল কাটছিল-র বদলে বরং কেমন ভাবে কাটাতে চায় কেউ, সেটা সহজে বলে ফেলা যাচ্ছে। তাতে নতুন আলাপ হওয়া অদেখা কেউ যদি সমালোচনাও করে, মন বা আবেগে তার রেশ থাকছেনা বেশিক্ষণ। অযাচিত উদ্বেগ, পরামর্শ, কিংবা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি না হওয়া থেকেও দূরে থাকা যাচ্ছে। এখনকার ব্যস্ত দুনিয়ায় তরুণ প্রজন্ম এমনিতেই ন্যূনতম সামাজিক পরিসরে একা হয়ে বাঁচতে অভ্যস্ত। ডেটিং অ্যাপে বরং এভাবেই নিজেদের মেলে ধরছে তারা। আপাত ভাবে এই অভ্যাসটাকে খারাপ বলছেন না মনোবিদেরাও। তাঁদের মতে, চেনা বৃত্তের মানুষকে অনেকেই মনের গোপন কথা কিংবা গভীরে লুকোনো ভাবনা, মন খারাপ, উদ্বেগ বা হতাশার কথা খুলে বলতে স্বচ্ছন্দ হননা। জানাজানি হলে কী হবে, লোকে কী বলবে, নিন্দা হবে কিনা; এমন সব ভয় তাড়া করে বেড়ায়। তার বদলে ডেটিং অ্যাপে আলাপ হওয়া অচেনা মানুষ, যার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়নি বা হয়তো হবেও না, তার কাছে মনের সব কথা খুলে বলা অনেক সহজ। কারণ সমালোচনা বা চেনা বৃত্তে জানাজানি-কোনওটারই আশঙ্কা নেই। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনোবিদেরা এই মেলামেশার ক্ষেত্রে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বনের কথাও মনে করিয়ে দিতে ভুলছেন না। কারণ অচেনা মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করে নেওয়া একদিকে যেমন সাইবার-জালিয়াতির পথ খুলে দেয়, তেমনই ইদানীং ডেটিং অ্যাপে সম্পর্কের নানা অচেনা সমীকরণ উল্টে মনের উপর চাপ বাড়িয়েও দিতে পারে। তাই নিজেকে সামলে রাখতে শেখাটাও ভীষণ জরুরি বলেই জানাচ্ছেন মনোবিদেরা।

২০২৬-এ ম্যাকফি ইন্ডিয়া-র এক সমীক্ষা বলছে, ৭৫ শতাংশ ভারতীয় ডেটিং অ্যাপে ইতিমধ্যেই ভুয়ো বা এআই প্রোফাইলের সংস্পর্শে এসেছেন। ডিজিটাল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ পার্থপ্রতিম মুখার্জির কথায়, ডেটিং অ্যাপে আপাত সাধারণ বন্ধুত্বের মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে নানা জালিয়াতির ফাঁদ। তাতে পা দিতে না চাইলে ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হতেই হবে। যে যে সাইবার অপরাধের বিষয়ে সতর্ক করছেন পার্থপ্রতিম, সেগুলি হল; ক্যাটফিশিং (ফেক প্রোফাইল) , আকর্ষণীয় ছবিতে ভুয়ো প্রোফাইল সাজিয়ে দ্রুত প্রেমের সম্পর্ক। বেশ কিছুদিন পরে সেই সূত্রেই টাকা চেয়ে কিংবা উপহারের টোপে প্রতারণার ছক।ক্রিপটো বা ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম , ডেটিং অ্যাপে আলাপের ফাঁকে গল্পের ছলে ক্রিপ্টো কিংবা অন্য কোনও বড়সড় বিনিয়োগের টোপ। তাতে লগ্নি করলেই প্রতারণার জালে।

সেক্সটরশন বা ছবি/ভিডিয়ো কল ট্র্যাপ , ডেটিং অ্যাপে সম্পর্ক গড়ে দ্রুত ভিডিয়ো কলের প্রস্তাব। যৌনতা নিয়ে আলাপ-আলোচনার আড়ালে স্ক্রিন রেকর্ড হতে থাকে। সেই ভিডিয়োই পরে ব্ল্যাকমেলিংয়ে কাজে লাগে। ব্যক্তিগত ছবি চাওয়াও একই ফাঁদ হতে পারে। রেস্তোরাঁ বা বার বিল স্ক্যাম , অ্যাপে আলাপ হওয়া বন্ধু নিয়ে যায় দামি রেস্তোরাঁ বা বারে। সেখানেই বহু টাকার বিল দিতে বাধ্য হন অনেকে।ভেরিফিকেশন কোড স্ক্যাম , অ্যাপের নতুন আলাপী জানায়, সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভেরিফিকেশন কোড পাঠিয়ে সে আপনার প্রোফাইল যাচাই করতে চায়। কোড পাঠালেই আপনার অ্যাকাউন্ট তার হাতের মুঠোয়।ভুয়ো বিপদের গল্প , আচমকা কোনও বিপদ, বিপর্যয় বা অসুস্থতার গল্প বলে টাকা চাওয়া।ভুয়ো ওয়েবসাইট বা সুগার ড্যাডি স্ক্যাম , যৌনতার হাতছানি দিয়ে বিভিন্ন জালিয়াতি ওয়েবসাইটে আপনাকে যেতে বাধ্য করা কিংবা শরীরের বিনিময়ে রোজগারের টোপে টাকা আদায়ের ছক।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 25-03-2026 15:42 Page 4

১৩ কিমি দৌড়ে অভিষেকের সভায়! প্রচার তৃণমূল প্রার্থী রামজীবনের

নয়া জামানা ,মেদিনীপুর ঃ ভোট প্রচারে অভিনব চমক দিলেন কেশিয়াড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী রামজীবন মান্ডি। দলীয় কার্যালয় থেকে সরাসরি দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যোগ দিতে গাড়ির বদলে প্রায় সাড়ে ১২ কিলোমিটার পথ দৌড়ে পৌঁছন তিনি। তাঁর এই উদ্যোগ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। বুধবার সকালে দাঁতন এক নম্বর ব্লকের মনোহরপুর থেকে সকাল ৭টা নাগাদ দৌড় শুরু করেন বছর ৫৫-র এই প্রার্থী। জগিং পোশাকে হাইরোড ধরে তাঁকে দৌড়তে দেখা যায়। তাঁর পিছনে বাইক মিছিল নিয়ে এগিয়ে চলেন কর্মী-সমর্থকরা। গন্তব্য ছিল দাঁতনের ঘোলাই মাঠ, যেখানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।জানা গিয়েছে, পেশায় শিক্ষক রামজীবন মান্ডি দীর্ঘদিন ধরেই খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত। শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখতে নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ করেন তিনি। সম্প্রতি একটি দৌড় প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকেই ভোট প্রচারের কৌশল হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, সকাল সকাল শরীরচর্চাও হল, আবার পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তাও হল।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কেশিয়াড়িতে বড় রদবদল করেছে তৃণমূল। দু'বারের জয়ী বিধায়ক পরেশ মুর্মুকে সরিয়ে নতুন মুখ হিসেবে রামজীবন মান্ডিকে প্রার্থী করা হয়েছে। ফলে শুরু থেকেই নজর ছিল তাঁর প্রচার কৌশলের দিকে। দৌড়ে সভায় পৌঁছনোর এই উদ্যোগে একদিকে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত ফিটনেসের বার্তা উঠে এসেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর এক আলাদা প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

রামনবমীতে হাওড়ায় পুলিশি তৎপরতা

নয়া জামানা, হাওড়া ঃ নির্বাচনের আবহের মধ্যেই রামনবমী ঘিরে হাওড়ায় কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলছে প্রশাসন। অতীতের অশান্তির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার শুরু থেকেই তৎপর হাওড়া সিটি পুলিশ, যাতে উৎসব ও ভোট;দু'য়ের সমন্বয়ে কোনোভাবেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে।শুক্রবার, ২৭ মার্চ রামনবমীর শোভাযাত্রাকে সামনে রেখে মঙ্গলবার শিবপুরের জি টি রোডের স্পর্শকাতর এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে রুটমার্চ করেন তিনি। পুলিশ কমিশনার জানান, সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা আগেভাগেই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।পুলিশ সূত্রে খবর, শিবপুরের কাজিপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত জি টি রোডকে একাধিক জোনে ভাগ করা হবে। প্রতিটি জোনে ডিসি ও এসিপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের নেতৃত্বে মোতায়েন থাকবে পুলিশ বাহিনী। চারশোর বেশি সিসি ক্যামেরা, ছাদে সশস্ত্র পুলিশ, প্রতিটি গলির মুখে ব্যারিকেড এবং ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। রামনবমীর দিন সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ওই রুটে যান চলাচল বন্ধ থাকবে, বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হবে ফোরশোর রোড।২০২৩ সালের রামনবমীর শোভাযাত্রায় শিবপুরের জি টি রোড এলাকায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক অশান্তি ছড়িয়েছিল। অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি ও গুলির ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এবার কোনো ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন।এদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শর্তসাপেক্ষে শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, সর্বাধিক ৫০০ জন অংশ নিতে পারবেন এবং শুধুমাত্র প্রতীকী অস্ত্র বহনের অনুমতি থাকবে। নির্ধারিত সময়সীমা বিকেল ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।অন্যদিকে, চন্দননগরেও রামনবমী ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আয়োজক কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়েছে পুলিশ। সব মিলিয়ে উৎসবকে শান্তিপূর্ণ রাখতে জোরদার নজরদারিতে প্রশাসন।

উন্নত পরিকাঠামো তবু দুর্গাপুর হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

সীতারাম মুখার্জী, নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে এখনও চিকিৎসার প্রধান ভরসা সরকারি হাসপাতাল। রাজ্যজুড়ে একাধিক সুপার স্পেশালিটি ও মহকুমা হাসপাতালে পরিকাঠামোর উন্নতি হলেও চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালকে ঘিরে সাম্প্রতিক অভিযোগ সেই বাস্তবতাকেই সামনে আনছে।এই হাসপাতালে গত কয়েক বছরে পরিকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি;সব মিলিয়ে কাগজে-কলমে অনেকটাই এগিয়েছে হাসপাতাল। কিন্তু রোগী ও তাঁদের পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে সেই উন্নতির প্রতিফলন মিলছে না। বিশেষ করে রোগী ভর্তি হওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা, সময়মতো চিকিৎসক না আসা এবং চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ প্রায়শই উঠছে। একাধিক ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে, যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে।হাসপাতালের সুপার ধীমান মণ্ডল এই সমস্যার কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। তাঁর বক্তব্য, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবই মূল সমস্যা। ইন্ডোরে রোগী ভর্তি হওয়ার পর ইমার্জেন্সির চিকিৎসকরা বিশেষজ্ঞদের খবর দেন, কিন্তু তাঁদের আসতে সময় লাগে। সেই দেরি থেকেই গাফিলতির অভিযোগ তৈরি হয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বলেও জানান তিনি।এই সমস্যার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায়। দুর্ঘটনায় আহত পলাশডিহার বাসিন্দা গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে হাসপাতালে আনার পর আইসিইউ-তে ভর্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, প্রায় ১০ ঘণ্টা পরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেন। ততক্ষণে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পরে অন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। একইভাবে, আরও এক দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবকের ক্ষেত্রে অভিযোগ, প্রায় এক ঘণ্টা চিকিৎসা ছাড়াই ফেলে রাখা হয়েছিল তাঁকে। পরে তাঁর মৃত্যু হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

শুধু ইন্ডোর নয়, আউটডোর পরিষেবাতেও একই ছবি। রোগীদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসক না আসার অভিযোগও রয়েছে। হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কবি দত্ত অবশ্য জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। তাঁর কথায়, ডাক্তার ঘাটতি মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই; পরিকাঠামো উন্নত হলেও পর্যাপ্ত চিকিৎসক ছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা কতটা কার্যকর হতে পারে? দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের অভিজ্ঞতা সেই প্রশ্নকেই আরও জোরালো করছে।

মাদক সহ গ্রেপ্তার ২, উদ্ধার নগদ ক্যাশ

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত জিটি রোডের গীর্জা মোড় এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে এই অভিযানে এনটিপিএসের আধিকারিকরা ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা একটি টোটো করে মাদক সরবরাহ করতে যাচ্ছিল।পুলিশ ও এনটিপিএসের আধিকারিকরা বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আসানসোলের জিটি রোডের গীর্জা মোড়ে টোটো আটক করে। এরপর টোটোতে থাকা চালক ও দুই যাত্রীকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে পুলিশ। জানা গেছে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে শিল্পাচলের বিভিন্ন এলাকায় মাদক সরবরাহ করে আসছিল।এদিকে টোটো চালক নিজেকে আসানসোল উত্তর থানার রেলপারের বাসিন্দা বলে দাবি করেছেন। মহঃ নবাব নামে এক ব্যক্তিকে আলম নগরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য টোটোটি ভাড়া করেছিলেন।চালকের কথায়, তার যাত্রী যে মাদক বহন করছিল সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। নিজের নির্দোষ দাবি করে। তিনি বলেন, পুলিশ হঠাৎ টোটোকে ঘিরে ফেলে। তল্লাশির সময় মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধার করে।পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, টোটো চালক সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের জেরা করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। এই মাদক উদ্ধারের ঘটনা শিল্পাঞ্চলে অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিলো।

বিশেষ করে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে, এই ধরনের কার্যকলাপ আইন-শৃঙ্খলা এবং একটি সংগঠিত মাদক পাচার চক্রের অস্তিত্ব নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।বর্তমানে, পুলিশ পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে এবং এই মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে কে বা কারা আছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 25-03-2026 15:42 Page 5

আজব এক লিলিপুট সাম্রাজ্য

প্রায় ১ হাজার ৬০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে খুদে মানুষের সমাহার। কেউ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখছে, কেউ ট্রাফিক জ্যামে বসে সবুজ বাতির অপেক্ষা করছে, কেউ আবার নভোচারীর পোশাক পরে চাঁদের দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত লিলিপুটদের দেখছে গালিভারের মতো সাধারণ উচ্চতার মানুষ। তবে ভয় নেই, জোনাথন সুইফটের 'গালিভার ট্রাভেলস',এর মতো এরা গালিভারকে বেঁধে ফেলবে না।

লিলিপুট সাম্রাজ্যের স্থপতিদের স্বপ্ন ছিল আরও বড়। এরপর যুক্ত হয় অস্ট্রিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, সাউথ আমেরিকাসহ আরও কয়েকটি দেশের মিনিয়েচার মডেল। বর্তমানে ১৩টি সেকশনে ১ হাজার ১০০,এর বেশি মিনিট্রেন এই লিলিপুট,জগতে চলাচল করে। প্রায় ১৬ হাজার মিটার মডেল রেলওয়েটি এর মধ্যে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ প্রায় ১ হাজার ৬০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে খুদে মানুষের সমাহার। কেউ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখছে, কেউ ট্রাফিক জ্যামে বসে সবুজ বাতির অপেক্ষা করছে, কেউ আবার নভোচারীর পোশাক পরে চাঁদের দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত লিলিপুটদের দেখছে গালিভারের মতো সাধারণ উচ্চতার মানুষ।

তবে ভয় নেই, জোনাথন সুইফটের 'গালিভার ট্রাভেলস',এর মতো এরা গালিভারকে বেঁধে ফেলবে না। কারণ, ২৬৫ মিলিয়ন লিলিপুটের সবাই আসলে প্লাস্টিকের মডেল। ব্যস্ত লিলিপুট সাম্রাজ্য দেখে মনে হয় যেন ম্যানিকুইন চ্যালেঞ্জে অংশ নিয়েছে। কাজ করতে করতে হঠাৎ থমকে গেছে সবাই।জার্মান ভাষায় এই লিলিপুট সাম্রাজ্যের নাম 'মিনিয়াটুয়া উন্ডাল্যান্ড'। জুরিখ শহরে এক মডেল রেলগাড়ি দেখে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মডেল রেলওয়ে বানানোর স্বপ্ন দেখেন উদ্যোক্তা ফেড্রিক ব্রন। কিছুদিন পর ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে যমজ ভাই গেরি ও বন্ধু হার্জের সাহায্যে জার্মানির ওয়্যারহাউসখ্যাত হ্যামবুর্গ শহরে গড়ে তোলেন পৃথিবীর অন্যতম বড় মিনিয়েচার ওয়ান্ডারল্যান্ড।প্রথম ধাপের কাজ শেষে ২০০১ সালে ওয়ান্ডারল্যান্ডের শুভ উদ্বোধন হয়। ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানি;এই তিন দেশে ছুটে চলে ওয়ান্ডারল্যান্ডের মিনিট্রেন।

কিন্তু লিলিপুট সাম্রাজ্যের স্থপতিদের স্বপ্ন ছিল আরও বড়। এরপর যুক্ত হয় অস্ট্রিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, সাউথ আমেরিকাসহ আরও কয়েকটি দেশের মিনিয়েচার মডেল। বর্তমানে ১৩টি সেকশনে ১ হাজার ১০০,এর বেশি মিনিট্রেন এই লিলিপুট,জগতে চলাচল করে। প্রায় ১৬ হাজার মিটার মডেল রেলওয়েটি এর মধ্যে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে।মডেল ট্রেন ছাড়াও লিলিপুটদের শহরে ছুটে চলে অসংখ্য মিনিকার। আড়াই শতাধিক মিনি মডেল কার একসঙ্গে খুদে সাম্রাজ্যের রাস্তায় চলতে পারে। এ ছাড়া উত্তর বাল্টিক সাগরে ৩০ হাজার লিটার পানির বেসিনে নিয়মিত চলাচল করে মিনি জাহাজ।বাস্তব ও কাল্পনিক জগতের প্রায় সবকিছুরই ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখা যায় মিনিয়েচার ওয়ান্ডারল্যান্ডে। রূপকথার রাজা-রানি থেকে শুরু করে ডিসি কমিকসের বিভিন্ন চরিত্র, ইউরোপের উৎসব ও সংস্কৃতি, ভিসুভিয়াসের গলিত লাভা, অ্যারিজোনার গিরিখাদ, বরফে ঢাকা আল্পস পর্বত, উত্তর বাল্টিক সাগর; সবকিছুর দেখা মেলে এক ছাদের নিচে। শুধু তা,ই নয়, এন্টারটেইনিং অ্যাকশন বোতাম চাপলেই ম্যানিকুইন চ্যালেঞ্জ ভেঙে শুরু হয় সৈন্যদের তলোয়ার যুদ্ধ, চালু হয় চকলেট ফ্যাক্টরির মেশিন বা অ্যামিউজমেন্ট পার্কের মেরি-গো-রাউন্ড। ওয়ান্ডারল্যান্ডের এত কিছু দেখাশোনা করেন ৩৬০ জন দক্ষ কর্মী। তাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লিলিপুটদের সবকিছু নিয়মমতো চলে।'ক্লুফিঙ্গেন' শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে ক্লুফিঙ্গেনের অস্তিত্ব না থাকলেও ওয়ান্ডারল্যান্ডের প্রায় ছয় হাজার লিলিপুট এ শহরে বসবাস করে। সম্পূর্ণ কম্পিউটার,নিয়ন্ত্রিত কাল্পনিক শহরটিতে আছে হ্যামবুর্গ এয়ারপোর্টের আদলে গড়া ক্লুফিঙ্গেন এয়ারপোর্ট, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিনিয়েচার এয়ারপোর্ট।

বোর্ডিং লাউঞ্জে অপেক্ষারত লিলিপুট স্ট্যাচুদের সঙ্গে গালিভাররা বা সাধারণ দর্শকেরা এখানে দেখতে পায় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিখ্যাত কনকর্ড, স্টার ওয়ার্সের মিলিনিয়াম ফ্যালকন, বোয়িং ৭৪৭ ও এয়ারবাসের ওঠানামা।লিলিপুটদের সাম্রাজ্যে সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে দ্য গ্র্যান্ড প্রিক্স অব মোনাকো। মোনাকো শহরের বিখ্যাত কার রেসিং এখন লিলিপুট,জগতেও চলবে। রেস চলাকালে ২২ মিটার ট্র্যাকিং এরিয়ার চারপাশে দেখা যাবে মোনাকোর ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা।ওয়ান্ডারল্যান্ডের এত কিছু দেখাশোনা করেন ৩৬০ জন দক্ষ কর্মী। তাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লিলিপুটদের সবকিছু নিয়মমতো চলে।লিলিপুট, দুনিয়ায় দিন,রাতের দৈর্ঘ্য তাদের মতোই ছোট। মাত্র ১৫ মিনিটের ঝকঝকে দিন শেষে নেমে আসে আলো ঝলমলে ১৫ মিনিটের রাত, অর্থাৎ তাদের এক দিন আমাদের মাত্র ৩০ মিনিটের সমান !পুরো সাম্রাজ্য ঘুরে দেখতে গালিভারদের সময় লাগে তিন ঘণ্টার মতো। তবে প্রতিনিয়ত মিনিয়েচার ওয়ান্ডারল্যান্ডের দৈর্ঘ্য বাড়ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শিগগিরই যুক্ত হবে ক্যারিবীয় দীপপুঞ্জ, এশিয়া মহাদেশ ও গ্রেট ব্রিটেনের মিনিয়েচার মডেল। তখন হয়তো আমরা লিলিপুট সাম্রাজ্যের মিনিট্রেন বে অব বেঙ্গলের পাশেও চলতে দেখব!

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।